জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আবু রায়হান আল-বিরুনি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, শেল্টার ফর দি পুওর

প্রারম্ভকথন:

বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ, অথচ, এরজন্য বাংলাদেশ একভাগও দায়ী নয়/ বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকাজুড়ে বাড়ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা, একই সাথে বেড়ে চলেছে উপকূলীয় অঞ্চলের জমির লবনাক্ততা, কমে যাচ্ছে চাষযোগ্যভূমি, কমে যাচ্ছে সব মৌসুমের উপযোগী ফসলের উৎপাদন,ফল-ফলাদির উৎপাদন, বিলীন হয়ে যাচ্ছে উপকূলীয় এলকার মিস্টিপানির আধার ও উৎসগুলো, হারিয়ে যাচ্ছে সারা উপকুলের সবধরনের মিঠাপানির মাছ/

মোদ্দাকথা, উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিকউষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে একটি অনুৎপাদনশীল,মানববসতি-অনুপোযোগী, রুদ্র, রুক্ষ ও দুর্যোগপ্রবণ একটি অঞ্চলে পরিনত হতে যাচ্ছে/

বিশেষজ্ঞগন যা বলছেন:

বিশেষজ্ঞগন বলছেন জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিকউষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ছে আরও উজানের দিকে তথা ক্রমেই দক্ষিন হতে উত্তর দিকে প্রবহমান হচ্ছে লোনাপানি যার ফলশ্রুতিতে আরও বেশি ফসলি জমিন হয়ে যাবে লবনাক্ত ও উৎপাদন ক্ষমতাহীন বিরান ভূমিতে/

একদিকে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে ভু-অভ্যন্তরের পানির স্তর নেমে যাচ্ছে অতল গহ্বরে,ফলে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে মাটির নিচের ঐসব স্থান, আর সেই ফাঁকা স্থানগুলো আস্তে আস্তে দখল করে নিচ্ছে সাগরের লোনা পানির জোয়ার; আর এভাবেই লোনাপানির ধাক্কা দেশের উত্তরদিকে ধাবমান হচ্ছে, আর এই অবস্থা চলতে থাকলে ধীরে ধীরে একসময় আজকের এই মহানগর ঢাকাও উপনীত হবে চট্টগ্রামের মতো একটি উপকূলীয় শহরে; বিশেষজ্ঞগন আরও বলছেন যে, ইতোমধ্যে লোনা পানির কারণে বিলুপ্ত হয়েগেছে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১৯ ধরনের ছোট বড় প্রাণী, পরিপর্তিত হয়ে যাচ্ছে মানসের জীবন-যাপনের ঐতিহ্য, বদলে যাচ্ছে তাদের আবহমান কালের খাদ্দাভাস, সংস্কৃতি/

জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিকউষ্ণতা বৃদ্ধিরফলে দ্রুত নগরায়ন বাড়ছে:

বেড়েই চলেছে উপকূলীয় অঞ্চলের জমির লবনাক্ততা, কমে যাচ্ছে চাষযোগ্যভূমি, কমেযাচ্ছে সব মৌসুমের উপযোগী ফসলের উৎপাদন, কমেযাচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের ফল-ফলাদির উৎপাদন, উপকূলীয় মানুষেরা মুখোমুখি হচ্ছে নানাবিধ শারীরিক সমস্যার, পানিতে বেড়ে গেছে অতিমাত্রায় আর্সেনিকের মাত্রা, আর ছড়িয়ে পড়ছে তা ফলে ও ফসলেও; এবং এভাবেই প্রতিদিন পায়ে পায়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এক অনিবার্য ও দুখ:জনক পরিণতির দিকে/

শত-সহস্র কর্মহীন পরিবার শুধুমাত্র কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে চলেছে ছোট বড় শহর-নগর-বন্দরপানে, ফলে প্রতিনিয়তই তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন অস্থায়ী বসতি, যা পরে পরিনত হচ্ছে "বস্তিতে", আর এভাবেই জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিকউষ্ণতা বৃদ্ধিরফলে দ্রুত নগরায়ন বাড়ছে, চাপ বাড়ছে ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোর উপরে, নগর-পরিধি অতিদ্রুততার সাথে বৃদ্ধির ফলে ঘটছে অপরিকল্পিত নগরায়ন; আর এই অতিদ্রুত নগরায়নের ফলে কমে যাচ্ছে বিদ্দুত-পানি-পরিবহনসহ নানাবিধ নাগরিক সুবিধাগুলোও/

চাই পরিকল্পিত নগরায়ন:

ঢাকা সিটিকর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকার মোট জনসংখ্যা প্রায় দেড়কোটি, আর এর প্রায় ৪০% অর্থাৎ, প্রায় ৫২ লক্ষাধিক জনসংখ্যা হলো নগরদরিদ্র তথা ঘরহীন বস্তিবাসীমানুষ; ঢাকা সিটিকর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী আরও জানাযায় যে, এই ঢাকা নগরের জনসংখ্যা বছরে ১১ লক্ষ্যজন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ প্রতিদিন ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বাড়ছে গড়ে প্রায় ৩০১৪ (তিনহাজার চৌদ্দ)জন করে/

অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে যত্র-তত্র গড়ে উঠছে অসংখ বহুতলা আবাসিক ও ব্যবসায়িক ভবন, শহরের অভ্যন্তরেই রয়েছে অসংখ কলকারখানা, আরও কলকারখানা গড়ে উঠছে প্রতিদিন, কমেযাচ্ছে চলাচলের পথ-ঘাট, খেলারমাঠ, কমেযাচ্ছে পার্ক তথা নগরগুলোর বিভিন্ন সবুজ এলাকা, শহর এলাকাগুলো হয়ে যাচ্ছে অতিউষ্ণ, এখন আর আগের মতো ঢাকায় যথাসময়ে পরিমানমতো বৃষ্টি হয়না, শীতের সময়ে তেমন শীতের আভাসও পাওয়া যায়না/

অতিমাত্রার ঘন বসতির ফলে বস্তিগুলো ধীরে ধীরে হয়ে পড়ে আলো-বাতাসহীন, ঘিঞ্জি, অসাস্থকর, নিরাপত্তাহীন ও অপরাধপ্রবন একটি বসতিতে, আর এখানের মানুষেরা বাধ্যহয়ে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বেছে নিয়েছে এই মানবেতর জীবন, যা তাদের কেউই কামনা করেনা/

এরূপ একটি প্রায় অবাস্তব বা দুস্সপ্নময় অবস্থার পরিবর্তন তখনি হতেপারে, যখন এই নগরীর প্রতিটি ইমারত গড়ে উঠবে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, নগর অভ্যন্তরহতে সকল কল-কারখানা স্থানান্তরিত হবে পরিকল্পিত শিল্পনগরিসমুহে, নুতন যারা নগরে আসবে তাদের জন্য তৈরী হবে নুতন নুতন সুপরিকল্পিত আবাসিক এলাকা, সৃষ্টি হবে নুতন নুতন পার্ক, খোলাজায়গা, খেলার মাঠ, তৈরী হবে প্রসস্থ হবে চলাচলের রাস্তাঘাট, কমেযাবে পরিবেশ দূষণেরমাত্রা, শহর হয়ে উঠবে সবুজের সমারোহে ভরপুর/

আমাদের এই তিলোত্তমা মহানগর একদিন হয়ে উঠবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও নয়নাভিরাম নগরীতে, একথা ভাবতে দোষকি? আসুন আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে উদ্যোগী হই, প্রচেষ্টা নিই এই নগর তথা এই দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে/